গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
উন্নয়ন শাখা
www.rajshahidiv.gov.bd

রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির জুন ২০২৪ মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	২৪ জুন ২০২৪ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ০৯:৩০ টা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতি সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী বিগত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে শোনান। অত:পর সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচ্যসূচি ও আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ :</u> সভাপতি কর্তৃক গত ৩০ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী আছে কি না সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সভায় উপস্থিত রাজশাহী ওয়াসার প্রতিনিধি জানান উল্লিখিত কার্যবিবরণীর ৬ নং ক্রমিকের আলোচনায় "প্রধান প্রকৌশলী" শব্দগুলোর স্থলে "প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা" লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি এটি সংশোধনের প্রস্তাব করেন।</td><td>১। গত ৩০ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর ৬ নং ক্রমিকের আলোচনা অংশে উল্লিখিত "প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলোর স্থলে "প্রধান প্রকৌশলী" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করে কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী</td></tr>
<tr><td>২</td><td><u>বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:</u>বিগত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ও ৩০ এপ্রিল, ২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার পর্যালোচনা করা হয়, যা নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>মাসের নাম</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত সংখ্যা</th><th>বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সংখ্যা</th><th>সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার</th></tr>
<tr><td>ফেব্রয়ারি/২৪</td><td>৪৪</td><td>৪২</td><td>৯৫.৪৫%</td></tr>
<tr><td>এপ্রিল/২৪</td><td>৪৫</td><td>৪২</td><td>৯৩.৩৩%</td></tr>
</table>
সভায় শতভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</td><td>১। শতভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। ২। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (ক) পূর্ণ বাস্তবায়িত, (খ) চলমান ও (গ) বাস্তবায়ন সম্ভব নয় এ তিন ভাগে বিভক্ত করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।</td><td>বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দ</td></tr>
</table>

৩	**আইএমইডি:** চলমান প্রকল্পসমূহের হালনাগাদ তথ্য E-PMIS এ নিয়মিত Upload করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ না করে সরেজমিন পরিদর্শন করে সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বাস্তবতার আলোকে প্রকল্প গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে তা সংশ্লিষ্টদের ব্যক্তিগত দায় হিসেবে চিহ্নিত হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম বিলম্বিত হলে চলমান প্রকল্পও বিলম্বিত হয়। তাই ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়াও যে সকল প্রকল্প ধীরগতির রয়েছে সেগুলো যথাসময়ে সমাপ্ত করার বিষয়ে সভায় সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সভাপতি গৃহীত প্রকল্পের মেয়াদ ও অর্থ যাতে বৃদ্ধি করতে না হয়, সে বিষয়ে সকলকে সচেষ্ট হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।	১। চলমান প্রকল্পসমূহের হালনাগাদ তথ্য E-PMIS এ নিয়মিত Upload করতে হবে। ২। অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ না করে সরেজমিন পরিদর্শন করে সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বাস্তবতার আলোকে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। ৩। অগ্রাধিকার বিবেচনাপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। ৪। নির্ধারিত সময়ে ও অর্থের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, আইএমইডি, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক(সকল) রাজশাহী বিভাগ ৩। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ
৪	**স্বাস্থ্য বিভাগ :**বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী এর প্রতিনিধি জানান যে, বর্তমানে রাসেলস ভাইপার সাপ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় দেখা যাচ্ছে এবং এর আক্রমণের বিষয়ে মানুষের মাঝে আতংক বিরাজ করছে। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিষ প্রতিষেধক বা অ্যান্টি স্নেইক ভেনম মজুদ আছে এবং সকল পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে অ্যান্টি স্নেইক ভেনম রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতেও এ মজুদ রয়েছে। সাপ দেখলে তা ধরা বা মারার চেষ্টা না করে জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ নম্বরে কল করা বা নিকটস্থ বন বিভাগের অফিসকে অবহিত করা, সাপ কামড়ালে রোগীকে প্রথমে ওঝার কাছে নিয়ে সময় নষ্ট না করে নিকটস্থ হাসপাতালে নেয়া, বাড়ির চারপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা চালানোর বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভাপতি জনসচেতনতামূলক লিফলেট বা পোস্টার প্রস্তুত করে এ বিভাগের সকল স্থানে বিতরণ এবং তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সকল দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। সাপ দেখলে তা ধরা বা মারার চেষ্টা না করে জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ নম্বরে কল করা বা নিকটস্থ বন বিভাগের অফিসকে অবহিত করা, সাপ কামড়ালে রোগীকে প্রথমে ওঝার কাছে নিয়ে সময় নষ্ট না করে নিকটস্থ হাসপাতালে নেয়া, বাড়ির চারপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাসহ জনসচেতনতামূলক তথ্যসমৃদ্ধ পোস্টার/লিফলেট প্রস্তুত ও বিতরণ এবং ওয়েবসাইটে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করতে হবে। ২। হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিষ প্রতিষেধক বা অ্যান্টি স্নেইক ভেনম রাখতে হবে।	১। পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ৩। পরিচালক, বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী
৫	**রাজশাহী ওয়াসা:**সড়ক ও মহাসড়কের জমিতে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনায় প্রদত্ত ইউটিলিটি (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস) সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে কাশিয়াডাঙ্গা হতে গোদাগাড়ী মহাসড়কে রাজশাহী ওয়াসার Transmission Pipe Line স্থাপনের ক্ষেত্রে সড়কের ROW-তে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদে রাজশাহী ওয়াসা, সড়ক বিভাগ ও জেলা প্রশাসন, রাজশাহীর সহযোগিতা নিয়ে সড়ক ও মহাসড়কের Right of Way জেনে অবৈধ স্থাপনার তালিকা করে সেগুলো উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। অত:পর সভায় এ উচ্ছেদ কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিম্নরূপ তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়: (ক) প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী ওয়াসা-আহবায়ক (খ) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ-সদস্য, রাজশাহী জোন (গ) জেলা প্রশাসকের ১ জন প্রতিনিধি-সদস্য	১। সড়ক ও মহাসড়কের জমিতে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনার ইউটিলিটি (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস) সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ২। কাশিয়াডাঙ্গা হতে গোদাগাড়ী মহাসড়কের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি:(ক) প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী ওয়াসা-আহবায়ক(খ) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন-সদস্য(গ) জেলা প্রশাসকের ১ জন প্রতিনিধি-সদস্য	১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী ওয়াসা ২। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন। ৪। প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি, রাজশাহী

৬	**পদ্মাপাড়ের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ:**পদ্মানদীর পাড়ের খাস জমিতে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অবৈধ স্থাপনায় ইউটিলিটি (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস) নতুন করে সংযোগ না দেওয়া এবং যে সমস্ত অবৈধ স্থাপনায় ইত:পূর্বে সংযোগ দেয়া হয়েছে, সেগুলো জরুরি ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নকরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। খাস জমি অবৈধভাবে দখলকারীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভাপতি নতুন করে যাতে একটিও অবৈধ দখলের ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জেলা প্রশাসন, রাজশাহী, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সিটি কর্পোরেশনকে নিজ নিজ মালিকানাধীন জমি হতে অবৈধ দখলদারদেরকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ হতে বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় নতুন করে সরকারি মালিকানার কোনো জমি লিজ প্রদান করা না করার জন্য আহ্বান জানান।	১। পদ্মাপাড়ের খাস জমিতে অবৈধভাবে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনার ইউটিলিটি (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস লাইন) সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ২। রাজশাহী জেলা প্রশাসন, পানি উন্নয়নবোর্ড এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন তাদের স্ব স্ব মালিকানাধীন জমি হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করবে। ৩। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন পদ্মাপাড়ের জমি ব্যবহারের জন্য কোনরূপ লাইসেন্স প্রদান করবেন না।	১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী ওয়াসা ২। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী ৪। প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি, রাজশাহী
৭	**মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ:**সভায় কিশোর গ্যাং প্রতিরোধের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিশোর গ্যাং পাওয়া যাবে, সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি ভেঙ্গে দেওয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। কিশোর গ্যাং নামক ব্যাধি নির্মূলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাদক ও ধূমপান প্রতিরোধের জন্য সময়ে সময়ে শিক্ষকগণ কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ব্যাগ তল্লাশি করা এবং কিশোর শিক্ষার্থীদের দ্বারা মোটর সাইকেলে স্টান্ট করার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহীকে বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির কো-অপ্ট করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিশোর গ্যাং পাওয়া যাবে, সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ২। কিশোর গ্যাং নির্মূলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। শিক্ষাঙ্গনে মাদক ও ধূমপান প্রতিরোধের জন্য শিক্ষকগণ সময়ে সময়ে শিক্ষার্থীদের স্কুল ব্যাগ তল্লাশি করে ব্যবস্থা নিবেন ৪। কিশোর শিক্ষার্থীদের লাইসেন্সবিহীন মোটর সাইকেল চালনা এবং স্টান্ট করার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৫। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহীকে বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় কো-অপ্ট করতে হবে।	১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ ৩। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী ৪। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
৮	**আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস:**এনআইডি কার্ড সংশোধনের ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো দুর্নীতি হলে দায়ী ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনা হবে। এনআইডি কার্ড সংশোধনের আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। যাচাই-বাছাই করে দ্রুত এনআইডি কার্ড সংশোধনের আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি করতে হবে।	১। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রাজশাহী অঞ্চল

৯	**খাদ্য বিভাগ:**আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী জানান যে, রাইস মিল (অটোমেটিক ও হাস্কিং) থেকে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে সরবরাহকৃত চালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন, সরবরাহ, মূল্য অবহিতকরণ সংক্রান্ত পরিপত্রের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসন, খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা, চালকল মালিক ও চাল ব্যবসায়ীদের নিয়ে সভা করা হয়েছে। সকল উপজেলায় স্থানীয় প্রশাসন, চালকল মালিক ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া পরিপত্রটি লিফলেট আকারে বিতরণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা ও মাইকিং করা হয়েছে। এ বিষয়ে তার দপ্তর হতে মনিটরিং প্রতিবেদন প্রতিদিন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হচ্ছে। পরিপত্র বাস্তবায়ন কার্যক্রমের তদারকি অব্যাহত রয়েছে। চলতি বোরো সংগ্রহ ২০২৪ এর আওতায় রাজশাহী বিভাগের চাল সংগ্রহের মোট লক্ষ্যমাত্রা =২২৪০০৯ মে.টন। সংগ্রহ(২৭/০৫/২০২৪ পর্যন্ত) =৪১৫৩৩ (১৯.৭৪%)মে. টন। বিভাগের ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা=৬৯৫২৩ মে.টন। সংগ্রহ (২৭/০৫/২০২৪ পর্যন্ত) =১৪৫৭.৬০০ (২.১০%) মে. টন। চাল সংগ্রহের তুলনায় ধান সংগ্রহ কম হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ধান সংগ্রহ বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক আরও জানান যে, সরকারি মূল্যের চেয়ে বাজারে দাম বেশি হওয়ায় কৃষকরা সরকারি গুদামে ধান না দিয়ে বাজারে বিক্রি করছেন।	১। চাল উৎপাদনকারী মিলারগণ পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করছেন কিনা তা মনিটর করতে হবে। ২। সংশ্লিষ্ট পরিপত্রের নির্দেশনা অমান্যকারী মিলারগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযান আরো জোরদার করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ ২। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
১০	**কৃষি বিভাগ:**অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল জানান যে, এ বিভাগের বিভিন্ন জেলায় আম ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে না। রাজশাহী জেলার বানেশ্বরে ৪৮ কেজিতে আমের মণ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কানসাটে ৫৫ কেজিতে আমের মণ, নওগাঁ জেলার সাপাহারে ৫২ কেজিতে আমের মণ ধরে আম চাষীদের নিকট হতে আড়তে আম কিনছেন আম ব্যবসায়ীরা। পরে তারা সাধারণ ক্রেতাদের নিকট ৪০ কেজিতে ১ মণ হিসেবে আম বিক্রি করছেন। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আম চাষী ও সাধারণ ক্রেতারা। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভাপতি আগামী আম মৌসুমের পূর্বে আমচাষী, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করে আম পরিমাপের বিষয়ে বিভাগীয় পর্যায় হতে একটি Standard নির্ধারণ করে দেওয়া হবে বলে সভায় উল্লেখ করেন। ২/৩ ফসলি জমিতে পুকুর খনন না করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। তামাক ও তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো থেকে প্রতিবছর সরকারের মোটা অংকের টাকা রাজস্ব আদায় হলেও, পরোক্ষভাবে তার চেয়ে বেশি খরচ হচ্ছে তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত লোকদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য। সুস্থ সমাজ গড়তে তামাক চাষে কৃষকদেরকে নিরুৎসাহিত করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভাপতি আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে রাজশাহী বিভাগে বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে উল্লেখ করে সকল জেলা প্রশাসক ও কৃষি বিভাগকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। আগামী আম মৌসুমের পূর্বেই বিভাগীয় পর্যায় হতে আম ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিমাপ পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়া হবে।২। ২/৩ ফসলি জমিতে বিনা অনুমতিতে পুকুর খননের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। সুস্থ সমাজ গড়তে তামাক চাষে কৃষকদেরকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। ৪। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে রাজশাহী বিভাগে সম্ভাব্য বন্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল/ বগুড়া অঞ্চল
১১	**বনবিভাগ:**সভায় সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস গাছ না লাগিয়ে পরিবেশবান্ধব বটগাছসহ অন্যান্য কাঠের গাছ এবং জাম, পেয়ারা, কুল প্রভৃতি ফলের গাছ লাগানোর বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ফলের গাছ লাগালে মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পাখিদেরও খাবারের ব্যবস্থা হবে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। তাছাড়া বিদেশী কোনো গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে প্রণোদনা প্রদান না করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।বনবিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, সরকারি নার্সারিগুলোতে বিক্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বনজ ও ফলের চারা উত্তোলন করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নে বনজ, ঔষধের পাশাপাশি ১০% ফলের চারা রোপন করা হচ্ছে।	১। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস গাছ না লাগিয়ে পরিবেশবান্ধব বটগাছসহ অন্যান্য কাঠের গাছ এবং জাম, পেয়ারা, কুল প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া

১২	**গণপূর্ত বিভাগ:**অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী জানান যে, রাজশাহী বিভাগে মোট বরাদ্দকৃত মডেল মসজিদের সংখ্যা ৭৬টি। তন্মধ্যে ৫০টি মডেল মসজিদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইতোমধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে। আগামী ৩০ জুলাই/২০২৪ খ্রি. তারিখে আরও ৬টি মডেল মসজিদের উদ্বোধন করা হবে। রাজশাহী বিভাগে অবশিষ্ট মডেল মসজিদসমূহের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্নকরণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মডেল মসজিদ নির্মাণে জমি অধিগ্রহণে কোনো সমস্যা থাকলে তা দ্রুত সমাধান করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া মডেল মসজিদের ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ বিল কে পরিশোধ করবে, কোন খাত হতে পরিশোধ করা হবে তার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা না থাকায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। এ সমস্যা সমাধানকল্পে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। মডেল মসজিদ নির্মাণে জমি অধিগ্রহণে কোনো সমস্যা থাকলে তা দ্রুত সমাধান করতে হবে। ২। অবশিষ্ট মডেল মসজিদসমূহের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৩। মডেল মসজিদের ব্যবস্থাপনা এবং বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বিষয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী ৪। পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, রাজশাহী
১৩	**সড়ক বিভাগ:**সড়ক ও জনপথ বিভাগের জমি বেদখল করে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এ অবৈধ স্থাপনায় ইউটিলিটি লাইন (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস) নতুন করে সংযোগ না দেওয়া এবং যে সমস্ত অবৈধ স্থাপনায় ইত:পূর্বে সংযোগ দেওয়া আছে সেগুলো জরুরি ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নকরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সড়ক বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে সড়ক ও মহাসড়কের জমিতে অবৈধ স্থাপনার তালিকা করে সেগুলো উচ্ছেদের কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। নতুন করে আর যেন একটিও অবৈধ স্থাপনা গড়ে না উঠে, সে বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। সড়ক ও জনপথ বিভাগের জমি বেদখল করে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করে, সেগুলোর ইউটিলিটি লাইন (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস) নতুন করে সংযোগ না দেওয়া এবং যে সমস্ত অবৈধ স্থাপনায় ইত:পূর্বে সংযোগ দেওয়া আছে সেগুলো জরুরি ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ২। সড়ক বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে সড়ক ও মহাসড়কের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করে সেগুলো উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী ওয়াসা ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন।৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন। ৫। প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি, রাজশাহী ৬। উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী
১৪	**বিআরটিএ:** পরিচালক (ইঞ্জি:), বিআরটিএ, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী জানান যে, ফিটনেসবিহীন, যান্ত্রিক ত্রুটিপূর্ণ মোটরযানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা জোরদার করা হয়েছে। এপ্রিল ২০২৪ মাসে রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন ৮টি জেলায় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৫৩৬টি মামলা ও ৫,০৪,১০০/- (পাঁচ লক্ষ চার হাজার একশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে ফিটনেসবিহীন গাড়ি রাস্তায় চলতে না দেওয়ার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলায় ২৯,৯৯১টি ফিটনেসবিহীন গাড়ি রয়েছে। ফিটনেসবিহীন গাড়িগুলোর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে ফিটনেসবিহীন গাড়ি রাস্তায় চলতে দেওয়া যাবে না। ২। জেলা/উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ ও বিআরটিএ কর্তৃক ফিটনেসবিহীন গাড়িগুলোর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ জোরদার করতে হবে।	১। ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ৩। পরিচালক (ইঞ্জি:), বিআরটিএ, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

১৫	**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর:** তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল জানান যে, মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে রাজশাহী বিভাগে বরাদ্দকৃত ৫,৭৫১টির মধ্যে ৪,৯৬৭টি নলকূপ হস্তান্তর করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের চাহিদা মাফিক অবশিষ্ট পানির উৎস স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।	১। অবশিষ্ট পানির উৎস স্থাপন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল
১৬	**বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর:**পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী জানান যে, কোরবানির পশুর বর্জ্য অপসারণ ও লবণ দিয়ে যথাযথ প্রক্রিয়ায় জাতীয় সম্পদ চামড়া সংরক্ষণের বিষয়েও সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। গবাদিপশুকে সুস্থ রাখতে স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিমাণমত সুষম খাবার সরবরাহ এবং কৃমি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে উঠান বৈঠকসহ সচেতনতালূক কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভাপতি গবাদি পশুকে স্টেরয়েড খাওয়ানো প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক, প্রাণিসম্পদ দপ্তরের প্রতি আহ্বান জানান।	১। লবণ দিয়ে সংরক্ষিত চামড়া দ্রুত ঢাকায় প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। গবাদি পশুকে স্টেরয়েড খাওয়ানো বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।৩। গবাদিপশুকে সুস্থ রাখতে স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিমাণমত সুষম খাবার সরবরাহ এবং কৃমি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে উঠান বৈঠকসহ সচেতনতালূক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী
১৭	**মৎস্য বিভাগ:**উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎস্য সংক্রান্ত অন্যান্য আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থ বৎসরে মে, ২০২৪ মাস পর্যন্ত ক) মৎস্য সংরক্ষণ আইন ৪৫৩৮টি, খ) মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন ২৫৮টি এবং মৎস্য হ্যাচারি আইন ১৩১টি যার মধ্যে ৪৮৪টি মোবাইল কোর্ট, ৪৪৪৩টি অভিযান বাস্তবায়নসহ মোট ৩০৪টি মামলা, ১২৩ জনের জেল এবং ১৫.৮২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। লাভজনক ও রপ্তানিমুখী মাছ চাষের সাথে জড়িত ৮৭২১ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ ও ১৪৭১৪ জন চাষীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। সভায় আরো জানানো হয় যে, বিশেষ কায়দায় ট্রাকে পানি ভর্তি করে রাজশাহী অঞ্চলের তাজা মাছ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হচ্ছে। ট্রাকের উপরিভাগের পানি নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে মহাসড়কসহ আঞ্চলিক সড়কগুলোতে মাছের পানি পড়ে সড়কগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জীবিত মাছ পরিবহন নিরুৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় জনসচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	১। লাভজনক ও রপ্তানিমুখী মাছ চাষে চাষীদেরকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ২। জীবিত মাছ পরিবহন নিরুৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় জনসচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল),রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
১৮	**ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর:**উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে কেউ যেন মূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে সে বিষয়ে মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। ০১ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় ও এর অধীন জেলা কার্যালয়সমূহ কর্তৃক পরিচালিত মোট ৮২টি বাজার অভিযানের মাধ্যমে ২০৮টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা অধিকার বিরোধী বিভিন্ন অপরাধে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ২২,৪২,৫০০/-(বাইশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আদায়কৃত জরিমানা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। একই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে দুই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জরিমানারোধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাজার অভিযানে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসককে অবহিতকরণের বিষয়ে সভায় উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রাজশাহী এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে কেউ যেন মূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে সে বিষয়ে মনিটরিং আরো জোরদার করার জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে কেউ যেন মূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে সে বিষয়ে মনিটরিং আরো জোরদার করতে হবে। ২। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাজার অভিযানে যাওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসককে অবহিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রাজশাহী

১৯	**সমাজসেবা অফিস:**পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা অফিস, রাজশাহী জানান যে, ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উৎসাহিত করছেন। সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ে গুজব ছড়ানো প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরো জানান যে, রাজশাহী বিভাগের সকল ইউনিটে জি টু পি পদ্ধতিতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির পে-রোল প্রেরণ করা হয়েছে। জি টু পি পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান কার্যক্রমে কেউ যেন প্রতারণার শিকার না হয়, সে দিকে নজর রাখতে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি যেন একাধিক সুবিধা না পায় এবং যে প্রকৃত হকদার সে যেন ভাতা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত না হয়। উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেকোনো দুর্নীতি ও অবৈধ প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের উৎসাহিত করতে হবে। ২। এ বিভাগে সকল ইউনিটে জি টু পি পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান কার্যক্রমে কেউ যেন প্রতারণার শিকার না হয়, সে দিকে নজর রাখতে হবে। ৩। উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে দুর্নীতি, অবৈধ প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা অফিস, রাজশাহী
২০	**বিএমডিএ:**নির্বাহী পরিচালক(ভারপ্রাপ্ত), বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী গত এপ্রিল ২০২৪ মাসের কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অগ্রগতি প্রতিবেদনে জানান যে, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রাজশাহী বিভাগে ২.২৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৯১৮১টি গভীর নলকূপ, ৩১৫টি এলএলপি এবং ৩৪৫টি সোলার চালিত পাতকুয়ার মাধ্যমে আউস ও আমন মৌসুমে সেচ প্রদান করা হয়েছে। বোরো মৌসুমে ৩.৭৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৯৮৪৪টি গভীর নলকূপ, ৪৬৯টি এলএলপি এবং ৩৫২টি সোলার চালিত পাতকুয়ার মাধ্যমে প্রায় ৩.৯২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন সেচ প্রদানের লক্ষ্যে সকল সেচযন্ত্রগুলো সার্বক্ষণিক সচল রাখাসহ প্রয়োজনীয় পাম্প-মটর, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য যাবতীয় মালামাল মজুদ রাখা হয়েছে। কিন্তু সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী অনুপস্থিত থাকায় তার মতামত জানা যায়নি। সভাপতি তাঁকে অবহিত না করে সভায় অনুপস্থিত থাকায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহীকে কারণ দর্শনোর নোটিশ প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। ধানের জমিতে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে সেচযন্ত্রগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে হবে। ২। সভায় অনুপস্থিত থাকায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহীকে কারণ দর্শনোর নোটিশ প্রদান করতে হবে।	১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি) রাজশাহী ২। প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি, রাজশাহী ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী
২১	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিস:**উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী জানান যে, প্রতিটি অফিসে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র রাখা এবং অগ্নিকান্ড যেন না ঘটে সে বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার অংশ হিসেবে এপ্রিল ২০২৪ মাসে সরকারি অফিসে ৪১টি, বেসরকারি অফিসে ১৩২টি, বস্তিতে ১০টি, শপিংমল/হাট বাজার/বিপণীবিতানে ৯৭টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ০৯টি এবং বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবনে ১৪টি মহড়া করা হয়েছে। ২৮৩টি টপোগ্রফি ও গণসংযোগ করা হয়েছে । ০২টি সরকারি ও ২৮টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সার্ভে করা হয়েছে। ১৬টি বহুতল ভবন পরিদর্শন করা হয়েছে৷ ৯৮টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৩৬টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৬৬৮ জনকে অগ্নি নির্বাপণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	১। প্রতিটি অফিসে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র স্থাপন ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। ২। অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী

২২	**যুব উন্নয়ন অফিস:**উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ১০টি ট্রেডে এবং উপজেলা পর্যায়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণসমূহ সূচারুভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ৩৭১৩০ জন। এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৩৫৪২৭ জন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ৫৬০৪ জন। এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে ৪৯৩৪ জনকে এবং আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। সভাপতি পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষণসমূহ পরিচালনা করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর কত জন কর্মযুক্ত হয়েছে এবং কত জন বেকার রয়েছে, সে বিষয়ে মনিটরিং করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষণসমূহ পরিচালনা করতে হবে। ২। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। ৩। যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী
২৩	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড:**পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী জানান যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি, স্টাফদের জন্য বাস সার্ভিস, মহিলাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ, সেলাই, ব্লক বাটিক, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রদানকৃত সেবাসমূহ সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবগত করতে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন সভা, সেমিনার, বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা, জেলা মাসিক সমন্বয় সভায় সেবাসমূহ সম্পর্কে সকলকে অবগত করা হয়। এছাড়াও কল্যাণ বোর্ডের প্রদত্ত নানাবিধ সেবার তালিকা এবং সেবা প্রদানের নিয়মাবলী সকলের অবহিতকরণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর পত্র যোগাযোগ করা হয়েছে।	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদানকৃত সেবাসমূহ সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবগত করতে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী
২৪	**বিবিধ:**এইচএসসি পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষায় মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করতে না দেওয়ার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে অসদুপায় অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়। আগামী ৩০/০৬/২০২৪ খ্রি. তারিখ হতে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত পরীক্ষা উপলক্ষ্যে ২৯/০৬/২০২৪ হতে ১১/০৭/২০২৪ পর্যন্ত সকল কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। কোনো শিক্ষক, পরীক্ষার্থী বা অন্য কেউ কোনো রকম অসদুপায় অবলম্বন করলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। এইচএসসি পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষায় মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষা হলে প্রবেশ করতে পারবে না। ২। মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে অসদুপায় অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার কেন্দ্রে মোবাইল ফোনের অবৈধ ব্যবহার এবং কোনো শিক্ষক, পরীক্ষার্থী বা অন্য কেউ কোনো রকম অসদুপায় অবলম্বন করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪। এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ২০২৪ চলাকালীন ২৯/০৬/২০২৪ হতে ১১/০৭/২০২৪ পর্যন্ত সকল কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখতে হবে।	১। ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ
২৫	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):** এ বিভাগের সকল দপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বিভিন্ন কার্যসম্পাদনের প্রমাণকসমূহ সংরক্ষণের বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	১। এ বিভাগের সকল দপ্তরকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বিভিন্ন কার্যসম্পাদনের প্রমাণকসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে।	বিভাগীয় দপ্তর প্রধানগণ

অত:পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য সদস্যদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

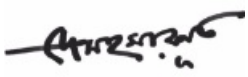

০৩-০৭-২০২৪
ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর
বিভাগীয় কমিশনার
০২৫৮৮৮৫৭২৩৩ (ফোন)
০২৫৮৮৮৫৭৫২৯ (ফ্যাক্স)
divcomrajshahi@mopa.gov.bd

নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০০৮.১৩.০০৫.২৩.১৬৫

তারিখ: ১৯ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৩ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
২। সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৩। সচিব, সচিবের দপ্তর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;
৪। উপমহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী;
৫। মহাপরিচালক, রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী;
৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী ওয়াসা;
৭। মহাব্যবস্থাপক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মহাব্যবস্থাপক এর দপ্তর , মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম) এর কার্যালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিআরডি, রাজশাহী;
৮। পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী;
৯। পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী;
১০। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ;
১১। পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী;
১২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী;
১৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী;
১৪। অতিরিক্ত পরিচালক , অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয় , অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী;
১৫। অতিরিক্ত পরিচালক , অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়া;
১৬। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন;
১৭। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন;
১৮। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী;
১৯। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর;
২০। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ;
২১। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ;
২২। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা;
২৩। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ;
২৪। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া;
২৫। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট;
২৬। অধিনায়ক, র‍্যাব-৫, রাজশাহী;
২৭। উপ-মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, রাজশাহী রেঞ্জ;
২৮। প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সপুরা, রাজশাহী;
২৯। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, নিশিন্দা, উপশহর, বগুড়া;
৩০। প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি:, রাজশাহী;
৩১। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী;

৩২। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী;
৩৩। আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী;
৩৪। আঞ্চলিক পরিচালক, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, শেরপুর, বগুড়া;
৩৫। আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া;
৩৬। আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী;
৩৭। অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী;
৩৮। অধ্যক্ষ, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া;
৩৯। অধ্যক্ষ, পাবনা মেডিকেল কলেজ, পাবনা;
৪০। অধ্যক্ষ, শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ;
৪১। অধ্যক্ষ, নওগাঁ মেডিকেল কলেজ, নওগাঁ;
৪২। মহাব্যবস্থাপক-১, টেলিযোগাযোগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রাজশাহী;
৪৩। অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাজশাহী;
৪৪। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী;
৪৫। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী;
৪৬। পরিচালক (ইঞ্জি:), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), নওদাপাড়া, রাজশাহী;
৪৭। পরিচালক, পরিচালকের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী;
৪৮। পরিচালক, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), রাজশাহী;
৪৯। পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, রাজশাহী;
৫০। পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, রাজশাহী;
৫১। পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম অধিদপ্তর, রাজশাহী;
৫২। পরিচালক, বিএসটিআই, নওদাপাড়া, রাজশাহী;
৫৩। পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, রাজশাহী;
৫৪। পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী;
৫৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী;
৫৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;
৫৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, রাজশাহী;
৫৮। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, নাটোর;
৫৯। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, নওগাঁ;
৬০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ;
৬১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনা;
৬২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ;
৬৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, বগুড়া;
৬৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, জয়পুরহাট;
৬৫। পরিচালক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী;
৬৬। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী;
৬৭। উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়, বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা, রাজশাহী;
৬৮। উপপরিচালক, উপপরিচালকের দপ্তর, উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী;
৬৯। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী;
৭০। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী;
৭১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী;
৭২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, রাজশাহী জোন, রাজশাহী;
৭৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বগুড়া জোন, বগুড়া;
৭৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী;
৭৫। আঞ্চলিক প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রাজশাহী;
৭৬। যুগ্মপরিচালক, বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী;
৭৭। বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া;

৭৮। উপপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী;
৭৯। যুগ্মপরিচালক (সার), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী;
৮০। যুগ্মপরিচালক (বীজ বিপণন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী বিভাগ;
৮১। উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী;
৮২। উপপরিচালক (চ:দা:), বিভাগীয় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, রাজশাহী;
৮৩। উপপরিচালক, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী;
৮৪। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রাজশাহী;
৮৫। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, পাবনা;
৮৬। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, বগুড়া;
৮৭। যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় অফিস, রাজশাহী;
৮৮। উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রাজশাহী;
৮৯। উপপরিচালক, আঞ্চলিক স্কাউট অফিস, রাজশাহী;
৯০। উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রাজশাহী;
৯১। উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী;
৯২। উপপরিচালক(ভারপ্রাপ্ত), বিভাগীয় সঞ্চয় অফিস, রাজশাহী;
৯৩। উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী;
৯৪। বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, ব্র্যাক, রাজশাহী;
৯৫। সহকারী প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী;
৯৬। কমিশনারের একান্ত সচিব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী এবং
৯৭। নাজির (অফিস), নেজারত শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী।

০৪-০৭-২০২৪
মোহাম্মদ কবির উদ্দীন
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার